মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
Soil Resource Development Institute (SRDI)

www.srdi.gov.bd

পরিচিতি

সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট এর মাধ্যমে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন "মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ" রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটির পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে বর্তমান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট তথা Soil Resource Development Institute (SRDI) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইনস্টিটিউট এর ভিশন হলো "দেশের সীমিত ও ক্রমহ্রাসমান জমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং কৃষিজ রসায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট মৃত্তিকা দূষণ সর্বনিম্ন শূন্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা। উল্লিখিত ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট এর মিশনসমূহ হলো- ক) মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্ট্রি তৈরিকরণ, খ) মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসকরণ (Classification of Land and Soil Resources according to their potentials), গ) ভূমি, মৃত্তিকা, পানি ও কৃষি জলবায়ু সংক্রান্ত ও বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সৃজন, ঘ) ভূমি ও মৃত্তিকা তথা প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সহজবোধ্য নির্দেশিকা (User Friendly Guide) প্রণয়ন, ঙ) মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং চ) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

ভূমির অবক্ষয় বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বাস্তবায়িত প্রকল্প

- মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও কৃষক সেবা প্রকল্প মোট ব্যয়-১৯৭৩.৫০ লক্ষ টাকা (জুলাই ২০০৭ - জুন ২০১০)
- ধান ফসলে ফলন পার্থক্য কমানো প্রকল্প, এসআরডিআই অংশে মোট ব্যয়- ৯৩.০০ লক্ষ টাকা (জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৪)

চলমান প্রকল্প

- ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম ২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্প মোট ব্যয়-৯৬৪৫.১০ লক্ষ টাকা (জানুয়ারি ২০০৮ - জুন ২০১৪)
- মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কৃষক সেবা প্রকল্প মোট ব্যয়-১৯৯৯.৬৭ লক্ষ টাকা (জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৫)
- সার পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প মোট ব্যয়-৩১১৫.১৭ লক্ষ টাকা (জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৫)
- গোপালগঞ্জ-পিরোজপুর-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, এসআরডিআই অংশে মোট ব্যয়-১৩৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৭)

চলমান কর্মসূচি

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি মোট ব্যয়-৬৯১.০০ লক্ষ (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৪)

মৃত্তিকা উর্বরতা নিরূপণ ও মৃত্তিকা অবক্ষয় কর্মসূচি মোট ব্যয়-৭০৩.৯০ লক্ষ (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৪)

লবণাক্ত মাটি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি মোট ব্যয়-২৫৮.৪১ লক্ষ (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৪)

প্রযুক্তি উদ্ভাবন

- অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমান্ডেশন সিস্টেম
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণ পদ্ধতি
- লবণাক্ত এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য খামার-পুকুর প্রযুক্তি
- লবণাক্ত এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে সবজি চাষাবাদের জন্য কলস সেচ প্রযুক্তি
- লবণাক্ত এলাকায় মাটির লবণাক্ততা হ্রাস করে চাষাবাদের জন্য সাব সয়েল মালচিং প্রযুক্তি
- পাহাড়ি ভূমি সংরক্ষণে জিও-জুট প্রযুক্তি
- ক্ষুদ্র আকারে ওয়াটার শেড স্থাপন

অন্যান্য অর্জন

- উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১২০টি উপজেলায় আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ, মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং ৮৫টি উপজেলা নির্দেশিকা প্রকাশ।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাসমূহের লবণাক্ততা জরিপ সম্পন্নকরণ ও প্রতিবেদন (Saline Soils of Bangladesh, 2010) প্রকাশ।

বান্দরবানে মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম

- মৃত্তিকা পিএইচ, পুষ্টি স্ট্যাটাস, লবণাক্ততা জরিপ এবং আরএসএস এর মৃত্তিকা জরিপ মানচিত্র প্রণয়ন। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে সর্বমোট ২,০৪,৯০০টি মাটি, পানি, উদ্ভিদ ও সারের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং ১,০০, ৭৪৭ জন কৃষকের নিকট সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ ।
- বিভিন্ন উপজেলার ৫৫০ জন কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষাপূর্বক সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ।
- খরিপ ও রবি মৌসুমে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে ৪৪৮টি উপজেলার ২২,৪০০ জন কৃষকের জমির মাটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষাপূর্বক ফসল ও ফসল বিন্যাস অনুযায়ী সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ ।
- ১৮,০০০টি সারের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে চাহিদা প্রদানকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ।
- স্থানভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদানের জন্য ৫০০টি ইউনিয়নের ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন।
- ইউনিয়নভিত্তিক মাটির উর্বরতা মান অনুসারে ফসলের ৫০টি ইউনিয়নের সার সুপারিশ ফেস্টুন প্রস্তুতকরণ।
- ভূমি শ্রেণি (Soil type) মৃত্তিকা বুনট (Soil texture) নিষ্কাশন শ্রেণি (Drainage class) এবং পানি অপসারণ (Water recession) অবস্থা অনুযায়ী ভূমি ও মৃত্তিকা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পুস্তক (Land and Soil Statistical Appraisal Book of Bangladesh) প্রকাশ ।
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ভূ-প্রকৃতি (Physiography) অনুযায়ী Key to Soil Series প্রণয়ন।
- উপজেলা নির্দেশিকা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭৩০ জন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ব্লক পর্যায়ের ২২৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন এনজিও-এর ১,৮৭২ জন কর্মকর্তা এবং ৫৯,৭৮৭ জন কৃষককে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দেশের ৫৫টি জেলায় মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে ২৬,২১৯টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন ।
- উন্নত জাতের আবাদ, গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ, Alternate Wetting and Drying (AWD) ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৯,৪৩৬টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন।
- বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি যথা- পাওয়ার টিলার ৫৪৮টি, সেচ যন্ত্র ৪৮৭টি, প্যাডেল থ্রেসার ৭৬৭টি, পাওয়ার রাইস থ্রেসার ১৪১টি, পিটিওএস ৪৫টি, ইউরিয়া অ্যাপ্লিকেটর মেশিন ৪০টি, স্প্রেয়ার ১,৫৪১টি, উইডার ১১,৯০০টি ইত্যাদি কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ।
- বিভিন্ন প্রকারের ফসলের ৩০৯ টন বীজ, বিভিন্ন প্রকারের ফল, কাঠ ও ঔষধি বৃক্ষের ১,৮২,৫৫১টি চারা কৃষকগণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ ।
- কৃষক পর্যায়ে ২১,৭৫৬টি পিট কম্পোস্ট, ১,৪৪০টি কুইক কম্পোস্ট এবং ৩,৬৮১টি ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন ।
- বিভিন্ন উপজেলায় ৮টি বারো-ভিলেজ, ২৪টি ফুড ব্যাংক, ৮৮টি নার্সারি, ৮৩টি মিনি হর্টিকালচার বাগান স্থাপন ।

নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রথম শ্রেণি-১৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি -০৩ জন, তৃতীয় শ্রেণি -৩৭ জন ও চতুর্থ শ্রেণি -২৬ জনসহ মোট ৮১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ। প্রথম শ্রেণি-৪২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি-০৬ জন, তৃতীয় শ্রেণি-২৬ জন ও চতুর্থ শ্রেণি-০১ জনসহ মোট ৭৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান।